

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
এইচসি-৭, বিধাননগর, সেক্টর-৩, কলকাতা ৭০০১০৬

স্মারক সংখ্যা : ৯৪০/এসএস/পিএন/ও/১/ও-০১/২০১৬

তারিখ : ২৮/০৯/২০১৬

আদেশনামা

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হবে ২০১৯ সালের ২রা অক্টোবর। এই উপলক্ষে ২রা অক্টোবর, ২০১৯-এর মধ্যে সমগ্র ভারতকে স্বচ্ছ ভারতে পরিণত করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ইতোমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লিখিত লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের জন্য দেশের উদ্যোগের সঙ্গে সায়ুজ্য রেখে সমগ্র রাজ্য জুড়ে আগামী ২রা অক্টোবর ২০১৬ তারিখে একটি বিশেষ গ্রাম সভার / গ্রাম সংসদের আয়োজন করতে হবে এবং তার পর থেকে প্রত্যেক গ্রাম সংসদে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে - ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের ডি.ও. নং এম-১১০১৫/২৪৪/২০১৬-সিবি তাং ২৩.০৯.২০১৬, ভারত সরকারের গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রকের সচিবের ডি.ও. নং জে-১১০১২/৩৪/২০১৬-আইইসি তাং ২৯.০৮.২০১৬ এবং ভারত সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রকের উপ-মহানির্দেশকের স্মারক নং এস-১১০২০/৬৭/২০১৬-স্ট্যাট তাং ২৩.০৯.২০১৬ - এই তিনটি পত্রে উল্লিখিত পরামর্শ অনুসারে এবং রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে এই মর্মে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর ২০১৬ (অথবা স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে তার পরেও) - এই সময়টি “স্বচ্ছতা পক্ষ” হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পালন করতে হবে। প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সর্বতোভাবে সহায়তা দিতে হবে। এই “স্বচ্ছতা পক্ষ” পালনের অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার রূপরেখা সম্বন্ধে নীচে উল্লেখ করা হল।

আগামী ২রা অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ গ্রাম সভায় / গ্রাম সংসদ সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের করণীয় কাজ :

- (ক) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বিশেষ গ্রাম সভার আয়োজন করতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রাম সংসদ এলাকায় একটি করে বিশেষ সভার আয়োজন করতে হবে - যেখানে গ্রাম সংসদের সকল সদস্যের, বিশেষত মহিলা ও প্রত্যেক স্বনির্ভর দলের সদস্যের, উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা ও মত বিনিময় করতে হবে।
- (খ) প্রত্যেক পরিবারে শৌচাগার নির্মাণের বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করা, যে সকল পরিবারের পক্ষে এখনও শৌচাগার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি সেই সব পরিবারের জন্য শৌচাগার নির্মাণের পরিকল্পনা করা, সমগ্র এলাকায় খোলা জায়গায় শৌচ বন্ধ করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা করা ইত্যাদি এই আলোচনায় সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে।
- (গ) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের (MGNREGS) বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে এবং উক্ত কর্মসূচির জন্য ২০১৬-১৭-এর পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

- (ঘ) দ্রাবিদ দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারগুলির জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (আনন্দধারা)-এর আওতাধীন বিভিন্ন উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা, ইন্দিরা আবাস যোজনা / প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি সহ যাবতীয় গ্রামোন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মূলক কর্মসূচির অবস্থান পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা নিরূপণ ইত্যাদি এবং এই সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন ইত্যাদিকে এই সভার আলোচনায় সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- (ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জন্য সমন্বিত সহভাগী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

গ্রাম সংসদ এলাকায় “স্বচ্ছতা পক্ষ”-এ যে সব কার্যক্রমের আয়োজন করতে হবে

- (ক) মিশন নির্মল বাংলার আওতাধীন বিভিন্ন কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার লক্ষ্যে গ্রামের স্বেচ্ছাসেবীদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে এই উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা।
- (খ) প্রত্যেক গ্রামে / পাড়ায় সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার ও অনুশীলন করা।
- (গ) যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে দুর্গাপূজার আয়োজকদের সহায়তায় ‘নির্মল পূজা’-র ধারণা বাস্তবায়িত করা এবং পূজামন্ডপে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- (ঘ) VHSNC / VWSC, স্বনির্ভর দলের উপসংঘ / সংঘ / মহাসংঘ ইত্যাদির সভা অনুষ্ঠিত করা এবং মিশন নির্মল বাংলা ও আনন্দধারা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য পরিকল্পনা করা।
- (ঙ) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, আশা কর্মী সহ বিভিন্ন উন্নয়নকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোচনা করা।
- (চ) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে যুক্ত করে পূর্বোক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাত ফেরি, শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, পথনাটিকা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, অঙ্গন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, দীর্ঘ-পদযাত্রা এবং লোকমাধ্যমের সহায়তায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- (ছ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থান পরিষ্কার, জলাশয় পরিষ্কার, নর্দমা পরিষ্কার, হাট-বাজার পরিষ্কার, নলকূপের চাতাল পরিষ্কার এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত করা।
- (জ) চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, সহভাগী প্রক্রিয়ায় ২০১৭-১৮ সালের জন্য সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে - এই বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক কাজের আয়োজন করা।

রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে এই আদেশনামা জারি করা হল।

স্বা /-
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

স্মারক সংখ্যা : ৯৪০/১(৪০০০)/এসএস/পিএন/ও/১/৩-০১/২০১৬

তারিখ : ২৮/০৯/২০১৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই আদেশনামার অনুলিপি দেওয়া হল :

- (১) সভাপতি, জেলা পরিষদ (সকল)/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
- (২) জেলা শাসক, (সকল)
- (৩) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ (সকল)/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ/অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত বিষয়ক) জেলা
- (৪) শ্রীমতী / শ্রী

..... (জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক)


- (৫) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, (সকল)
(এই আদেশনামার প্রতিলিপি জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সকল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই।)

- (৬) সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)

- (৭) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, (সকল)

(এই আদেশনামার প্রতিলিপি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই।)

- (৮) প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত (সকল)


বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং ২৮/৯/২০১৬
পদাধিকারবলে বিশেষ সচিব